মেহেরপুরে সাত মাদক সেবণকারীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী পৃথক দুটি অভিযানে মোট ৭ জনকে জেল জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও গভীপুর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ জেল জরিমানা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহা: হাবিবুর রহমান।

কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর বুড়িপুতা গ্রামের মৃত হেরেন শেখের ছেলে মোঃ আলফাজ হোসেন(৫৫),মোঃ নাছির আলীর ছেলে,মোঃ আনোয়ার হোসেন(৩২),ধুলো শেখের ছেলে মোঃ আব্দুর রশিদ(৪০),গাংনী উপজেলার ঝিনেরপুল এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে মোঃ রিয়াসাদ আজিম রনি(৩৭),গোভীপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মোঃ রিপন হোসেন,গাংনী শিশির পাড়া এলাকার ইদ্রিস আলীর ছেলে মোঃআবু আনছারি আলম(৩৯),গোভীপুর গ্রামের কাইয়ুম চৌধুরীর ছেলে সাব্বির আহমেদ ওরফে জনি(৪০)।

পৃথক দুটি অভিযান সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর সদর থানার বুড়িপোতা এলাকায় টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে ১৫ গ্রাম গাঁজা সহ ০৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ পান করা অবস্থায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারা ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানার গোভীপুর গ্রামে গ্রেফতারকৃত প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মেহেরপুরের পরিদর্শক বিনোদবিহারী। তিনি জানিয়েছেন দন্ডপ্রাপ্তদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন মোঃ আমজাদ হোসেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয় তার হাতে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাংনী আসনে আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করা হয়।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গাংনী বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর প্রতিক্রিয়ায় মোঃ আমজাদ হোসেন বলেন, দল আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে, আমি তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে চাই। গাংনীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায্য অধিকার ও উন্নয়নের দাবিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে চাই।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে দেশের মানুষ গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচার ফিরে পেতে মুখিয়ে আছে। সেই লক্ষ্যেই বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, গাংনীর জনগণ আমাদের এই আন্দোলন ও নির্বাচনী যাত্রায় সক্রিয়ভাবে পাশে থাকবে এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

এদিকে স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে গাংনী আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন হিসেবে পরিচিত। এ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিশু তানহা আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী-কুথিলী সড়কে ইট বহনকারী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তুহিন হোসেনের (৩২) পর এবার তার শিশু কন্যা তানহাও মারা গেছে।

নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধলা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে এবং নিহত শিশু তানহার পিতা।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে গাংনী-কুথিলী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, তুহিন হোসেন তার স্ত্রী তমা খাতুন ও শিশু কন্যা তানহাকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। ভাটপাড়া বাঙ্গালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির স্যালোইঞ্জিনচালিত একটি ইটবোঝাই ট্রলি মোটরসাইকেলটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা দেয়। এতে তুহিন হোসেন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

এ ঘটনায় আহত তমা খাতুন ও শিশু তানহাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু তানহার মৃত্যু হয়।

তিন যুবকের জনসম্মুখে বিচার করলেন মাতবররা!

দোকানে চুরির অপরাধে সন্দেহ ভাজন তিন যুবককে পুলিশে না দিয়ে জনসম্মুখে বিচার করলেন গ্রাম্য মাতব্বররা। শালিসি সিদ্ধান্তে প্রায় ঘন্টাব্যাপী কয়েকশো মানুষের মাঝখানে বসিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হয় তাদের, করা হয় মারধর।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের। সন্দেহ ভাজন যুবকরা হলেন, হিজলবাড়িয়া গ্রামের জাব্বার আলীর ছেলে সোহেল (২৫), ফজলুর রহমানের ছেলে জমজম (২০) এবং আমিরুল ইসলামের ছেলে সোহাগ বাদশা।

জানা গেছে, হিজলবাড়িয়া বাজারের ইকরামুল হকের মুদি ও সারের দোকান ভেঙ্গে মালামাল চুরি হয় গত রবিবার রাতে। চুরির বিষয়টি সিসি টিভি ফুটেজ দেখে ওই গ্রামের সোহেল কে সনাক্ত করা হয়। পরে সোহেলকে ধরে এনে একটি দোকানে আটকিয়ে মারধর করেন দোকান মালিক একরামুলের ছেলে রনি ও তার লোকজন। এক পর্যায়ে সন্দেহভাজন সোহেল ওই গ্রামের যুবক জমজম ও সোহাগ বাদশার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। দোকান মালিকের ছেলে রনি ও তার লোকজন ধরে নিয়ে আসে যুবক জমজম ও সোহাগ বাদশাকে।

দোকানে আটকিয়ে মারধর শেষে শুরু হয় গ্রাম্য শালিস করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। এঘটনা গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। দোকান মালিক একরামুল ও তার ছেলে রনির লোকজনের তোপের মুখে পড়ে ফিরে আসেন পুলিশ সদস্যরা। পরে শুরু হয় গ্রাম্য শালিস।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রিপন আলী ও স্থানীয় বিএনপি নেতা বাসিরুল আজিজও বসেন শালিসে। শতশত গ্রামবাসীরাদের মাঝখানে ঘন্টাব্যাপী বসিয়ে রাখা হয় চুরির সাথে জড়িত সন্দেহভাজন যুবকদের। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন তাদেরকে শালিসের মধ্যে মারধর করে নিয়ে যেতে হবে। শালিসের শেষে জনসম্মুখে মারধর করা হয় তাদের।

এ ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এলাকাজুড়ে। অনেকেই বলেন, অপরাধী হলে তাদের আইনের হাতে সোপর্দ না করে জনসম্মুখে এমন বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘন। আবার অনেকেই বলছেন গ্রাম্য শালিস বা

সামাজিক বিচার ব্যাবস্থা না থাকায় এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ নানা অপরাধ বাড়ছে। তাই তাদের প্রকাশ্য ও জনসম্মুখে বিচার করা হচ্ছে।

দোকান মালিক রিপন আলীকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশ এসেছিল, আমরা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি, সাংবাদিকদের ডাকা হয়নি। আপনারা কেনো এসেছেন??

এবিষয়ে শালিসে থাকা স্থানীয় ইউপি সদস্য রিপন আলী জানান, একরামুলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। পরে শালিস করে তাদের বিচার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, চুরির ঘটনায় কেউ অভিযোগ করেনি। এবং শালিসের বিষয়ে আমার জানা নেই।

মেহেরপুরে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সড়কে প্রাণ গেলো আরও একজনের, স্ত্রী ও শিশু সন্তান আহত

মেহেরপুরে কয়েকঘন্টার ব্যবধানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আরও একজনের। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবোঝাই ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তুহিন হোসেন (৩০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী তমা খাতুন ও শিশু কন্যা তানহা গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, তুহিন হোসেন তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ভাটপাড়া বাঙ্গালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির স্যালোইঞ্জিনচালিত ইটবোঝাই ট্রলি তাদের মোটরসাইকেলটিকে

সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তুহিন হোসেন মারা যান।

আহত তমা খাতুন ও শিশু তানহাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেন জানান, আহত মা ও শিশুর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মারা গেছেন।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বাংলাদেশে আগমন উপলক্ষে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এক আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, ইমন হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত তপন হাড়াভাঙ্গা মোল্লাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। তার একটি ১২ বছরের ছেলে সন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন সকালে কৃষকরা জমিতে কাজ করতে গিয়ে পাশের পেঁপে বাগানে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তপন মাদক পাচারকারী হিসেবে এলাকায় চিহ্নিত। মাদক ব্যবসার বিরোধের জের ধরে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে গেছে বলে জানান তারা।

নিহত তপনের স্ত্রী রুপা খাতুন বলেন, একটি ফোন পেয়ে রাত ৯টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। রাতে অনেকবার ফোন

দিলেও ফোন বন্ধ ছিল। পরে সকালে তার লাশের খবর পায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার আকাশ বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। লাশ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, কে বা কেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত চলছে। নিহত যুবক মাদকের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাংনীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন ছেলে

মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন আপন চাচাকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মশিউর রহমান ওরফে মশা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ সময় গ্রামবাসীর কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শত-শত নারী-পুরুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেন।

জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শেষে বিকাল ৫টার দিকে আবারও তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুরো কার্যক্রমে গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বাড়ির চলাচলের পথ নিয়ে মাত্র দেড় ফুট জমির বিরোধের জেরে ২০০৩ সালে প্রকাশ্যে দিবালোকে নিজ চাচা আমিরুল ইসলামকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন মশিউর রহমান। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সামিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

মামলার রায়ে মেহেরপুর জজকোর্ট প্রথমে মশিউর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে আসামিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত ২২ বছর ধরে তিনি কারাবন্দি রয়েছেন—প্রথমে যশোর এবং বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মশিউর রহমানের পিতা মনিরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। এরপর পুলিশ পাহারায় আদালত থেকে নিজ গ্রাম জুগিন্দায় আনা হয়।

নিহত আমিরুল ইসলামের ছেলে সামিকুল ইসলাম জানান, “মাত্র দেড় ফুট জমির জন্য আমার বাবাকে প্রকাশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আমার চাচাতো ভাই মশিউর রহমান। ঘটনার সময় বাবাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি পুকুরে নেমে পড়ার পরও ঘাতক তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। আদালতের রায়ে সে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে। আজ তার বাবার মৃত্যুতে আদালতের নির্দেশে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে—এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।”

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও হৃদয়বিদারক। প্রকাশ্যে দিবালোকে বহু মানুষের সামনে সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ড এখনো এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে। বিকেলে পুলিশ পাহারায় আসামিকে গ্রামে আনা হলে সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসে গ্রামবাসীর সামনে।

গাংনীতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের

পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মো. আনোয়ার হোসেনের কার্যালয় থেকে এই মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়।

মনোনয়ন ফরম উত্তোলনকালে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমনসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। এরপর থেকেই আমজাদ হোসেনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র একাংশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মনোনয়ন ঘোষণার পর দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় গাংনী উপজেলা শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকেরা মশাল মিছিল, সড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালানোসহ নানা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আসছেন।

অন্যদিকে, দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ও তার নেতাকর্মীরা।

এ সময় তার সঙ্গে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান মতি মোল্লাসহ অন্যান্য

নেতৃবৃন্দকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।